৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১৩+১৪

টপিক:

- ✓ **বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য:** শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- ✓ বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলা ও চলচ্চিত্র, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

09666775566
www.uttoron.academy

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

❑ অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবস্থান

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩ অনুযায়ী, শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৯.৮৬%।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩ অনুযায়ী (২০২১-২২ অর্থবছরে) শিল্পখাতের অবদান ৩৬.৯২%।
- দেশের মোট শ্রমশক্তির ২০.৪% নিয়োজিত আছে শিল্পখাতে।
- GDP'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ (২৪.২৯%)।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

➢ GDP'তে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা বৃহৎ শিল্পখাত ৫টি। যথা-

(১) খনিজ ও খনন

(২) ম্যানুফ্যাকচারিং

(৩) বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(৪) পানি সরবরাহ

(৫) নির্মাণ শিল্প

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

❑ শিল্প মন্ত্রণালয়

- মুজিবনগর সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন ইউসুফ আলী।
- বর্তমান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। (Bank Owns)
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমানে ৬টি দপ্তর/অধিদপ্তর, ৪টি সংস্থা, ২টি ফাউন্ডেশন ও ১টি বোর্ড কাজ করছে।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

১। তৈরি পোশাক শিল্প

- ১৯৭৮ সালে রিয়াজ গার্মেন্টস সর্বপ্রথম ওভেন শার্ট দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরু করে।
- বাংলাদেশের প্রথম শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা দেশ গার্মেন্টস যাত্রা শুরু করে ১৯৭৯ সালে।
- বাংলাদেশে উৎপন্ন তৈরি পোশাক ২ ধরনের। যথা- ওভেন ওয়্যার ও নীট ওয়্যার।
- বর্তমানে একক দেশ হিসেবে পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ২য়।
- বাংলাদেশ থেকে মোট শিল্প সেক্টরে জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে পোশাক শিল্প।
- বাংলাদেশ থেকে ৪০টিরও বেশি দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়।
- সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে।
- গার্মেন্টস শিল্পে সরকারের বিধিবদ্ধ আইন ও নীতিমালাকে Compliance বলে।
- দেশের ১ম পরিবেশবান্ধব ওভেন পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান - AKH ECO Apparels Ltd.
- বাংলাদেশকে গার্মেন্টস বিষয়ে ১ম প্রশিক্ষণ দেয়- দক্ষিণ কোরিয়ার Daewoo কোম্পানি।
- WTO -এর চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বিশ্বে প্রবেশ করে ১ জানুয়ারি, ২০০৫ সালে।
- 'বিলিয়ন ডলার শিল্প' বলা হয় পোশাক শিল্পকে। Young one বাংলাদেশের পোশাক শিল্প খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে থাকে।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

পোশাকশিল্প সংক্রান্ত সংগঠন

Alliance	যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বসেরা গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন। এটি বাংলাদেশ থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ সালে।
Accord	EU'ভুক্ত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন।
BGMEA	Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association তৈরি পোশাক খাতের সর্ববৃহৎ সংগঠন।
BKMEA	Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association নীটওয়্যার তৈরিকারী ও রপ্তানিকারক সংগঠন।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

পাট শিল্প

- পাট ও পাটজাত পণ্য দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য।
- দেশে বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা ২৫৯টি।
- রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ছিল ২৬টি।
- সরকার ২০২০ সালের ১ জুলাই সকল রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে।
- ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জের আদমজী নগরে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী পাটকল স্থাপিত হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম পাটকল।
- নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা বাংলাদেশের প্রধান ৩টি পাটশিল্প অঞ্চল।
- কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ অঞ্চলকে পাট বলয় বলা হয়।
- সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয় ফরিদপুরে।
- ৬ মার্চ 'জাতীয় পাট দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।
- বাংলাদেশ সরকার পাটজাত পণ্যকে ২০২৩ সালের 'Product of the Year' ঘোষণা করেন।
- সরকার সোনালী আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেন – ১ মার্চ, ২০২৩।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

❑ কাগজ শিল্প

- দেশের মোট ১০৬টি কাগজকলের মধ্যে চালু আছে ৫৫টি।
- এদের মধ্যে সরকারি কাগজকল ৬টি।
- ২০১১ সালে সহজলভ্য ও পরিবেশবান্ধব ধইঞ্চা গাছের আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

❖ কর্ণফুলী পেপার মিল্‌স

- ✓ বাংলাদেশে প্রথম, বর্তমানে মণ্ডসহ সর্ববৃহৎ কাগজকল।
- ✓ বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল কর্ণফুলী রেয়ন অ্যান্ড কেমিক্যাল লিমিটেড।

❖ খুলনা হার্ডবোর্ড মিল্‌স লিমিটেড

- ✓ এটি ছিল এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট কাগজকল।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

❑ সার শিল্প

- ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে বাংলাদেশের প্রথম ইউরিয়া ও এএসপি সার কারখানা 'ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড' স্থাপিত হয়।
- দেশের একমাত্র দানাদার/গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারী কারখানা যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড।
- উৎপাদন ক্ষমতায় সর্ববৃহৎ সার কারখানা শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড। অবস্থান: ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
- চট্টগ্রামে অবস্থিত বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বড় সার কারখানা কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড সংক্ষেপে কাফকো।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা 'ঘোড়াশাল – পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা' এটি প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন ১২ নভেম্বর, ২০২৩ (নরসিংদী)।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

❑ চামড়া শিল্প

- বর্তমানে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশের ৪র্থ বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য।
- বাংলাদেশ চামড়া উৎপাদনে বিশ্বে ৬ষ্ঠ এবং রপ্তানিতে ৫ম।
- বাংলাদেশের চামড়ার বড় বাজার চীন।
- ১৯৪০ সালে নারায়ণগঞ্জে প্রথম 'ট্যানারি পল্লী' গঠিত হয়।

❑ চিনি শিল্প

- বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো চিনিকল হলো নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল।
- ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কেরু এন্ড কোং লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র লাভজনক চিনিকল।
- বর্তমানে দেশে ১৫টি চিনিকল চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

❑ সিমেন্ট শিল্প

- সুনামগঞ্জে অবস্থিত ছাতক সিমেন্ট কারখানা দেশের প্রথম সিমেন্ট কোম্পানি যা ১৯৪১ সালে স্থাপিত হয়।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সিমেন্ট রপ্তানি করে ভারতে।

❑ ঔষধ শিল্প

- ২০১৬ সালে জাতীয় ঔষধ নীতি প্রণীত হয়।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে মিয়ানমারে, ২য় সর্বোচ্চ শ্রীলংকায়।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত ঔষধ বিশ্বের ১৫৭টি দেশে রপ্তানি হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও চুক্তিসমূহ

TICFA	✓ পূর্ণরূপ- Trade and Investment Co-operation Forum Agreement. ✓ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ সালে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয়।
PTA	PTA এর পূর্ণরূপ– Preferential Trade Agreement বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। ✓ বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ✓ এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ১০০টি পণ্যে ভুটান এবং ভুটানের ৩৪টি পণ্যে বাংলাদেশ কর সুবিধা দেবে।
LCG	✓ পূর্ণরূপ- Local Consulant Group. ✓ বাংলাদেশে নিযুক্ত ৩৯টি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দেশ ও দাতা গোষ্ঠীদের জোট। ✓ ADB, USAID, UN, WB, Norway এবং Netherlands বর্তমানে নির্বাহী সদস্য।
BDF	✓ পূর্ণরূপ- Bangladesh Development Forum. ✓ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বর্তমান প্রধান সমন্বয়ক- বিশ্বব্যাংক। (এডিবি)

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য: ২০২২-২৩

- ২০২২-২৩ (জুলাই-জুন) অর্থবছরে মোট রপ্তানি হয় – ৫৫,৫৫৮.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ)
- **সর্বোচ্চ রপ্তানি হয়:** পোশাক (৮৪.৫%)।

ক্রম	রপ্তানি খাত	রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
প্রথম	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্ট)	৪৬,৯৯১.৬১
দ্বিতীয়	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১,২২৩.৬১
তৃতীয়	হোম টেক্সটাইল	১,০৯৫.২৯

প্রধান রপ্তানি বাজার:

দেশ/অঞ্চল	পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	শতকরা হার
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (সর্বোচ্চ)	২৫,২৩৫.০২	৪৫.৪২ শতাংশ
যুক্তরাষ্ট্র (দেশ হিসেবে প্রথম/সর্বোচ্চ)	৯,৭০১.৩৪	১৭.৪৬ শতাংশ
জাপান (দেশ হিসেবে ২য় সর্বোচ্চ)	১,৯০১.৫৮	৩.৪২ শতাংশ

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল

১৯৮০ সালে দেশে সর্বপ্রথম EPZ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণীত হয়।

১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় প্রথম চট্টগ্রাম EPZ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

- বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১০টি EPZ রয়েছে (৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) যশোর ইপিজেড প্রকল্পের অনুমোদন দেয়)।
- যার মধ্যে ৮টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি।

দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ স্থাপিত হয়েছে নীলফামারীতে (উত্তরা EPZ)।

- রাঙ্গুনিয়া ও কোরিয়ান ইপিজেড হলো দেশের দুটি বেসরকারি ইপিজেড।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কোরিয়ান EPZ টি দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান গ্রুপ স্থাপন করে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ১০০টি Special Economic Zone (SEZ) বা 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' স্থাপন করা হবে।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক

Bank

B.B
AD

- ✓ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ✓ ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য- ৯জন।
- ✓ যার মধ্যে ১জন গভর্নর, ৪জন ডেপুটি গভর্নর ও ৪জন সদস্য রয়েছেন।
- ✓ পরিচালনা পর্ষদের প্রথম নারী পরিচালক- অধ্যাপিকা হান্নানা বেগম।
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন এন.এম. হামিদুল্লাহ।
- ✓ বর্তমান ও ১২তম গভর্নর- আব্দুর রউফ তালুকদার।
- ✓ প্রধান কার্যালয়সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ১০টি শাখা রয়েছে।
- ✓ শাখাগুলো হলো: ঢাকার মতিঝিল, সদরঘাট, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও সর্বশেষ শাখা ময়মনসিংহ।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা

❑ তালিকাভুক্ত ব্যাংক

Bank

- সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৬টি;
- সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক - ৩টি;
- বে-সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৪৩টি;
- বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক - ৯টি;

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা	তথ্য
সোনালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	▪ বাংলদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক।
জনতা ব্যাংক লি.	১৯৭২	▪ বাংলাদেশের প্রথম রেডিক্যাশ কার্ড চালু করে। বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম ব্যাংক।
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৯৭২	▪ বাংলাদেশের প্রথম সরকারি ব্যাংক হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে।
রূপালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	▪ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রথম সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক।
বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লি.	২০০৯	▪ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
বেসিক ব্যাংক লি.	১৯৮৯	▪ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অর্থায়ন করে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা

সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠা	তথ্য
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৯৭৩	▪ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বৃহত্তম বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কৃষি ঋণের প্রধান উৎস।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৮৭	▪ উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার ও কৃষি ঋণ সরবরাহকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১১	▪ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

বিমা

- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বিমা কোম্পানি চালু হয়- ১৯২৮ সালে।
- বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) বিমা খাত নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রতিষ্ঠান।
- বাংলাদেশে মোট ৮১টি বিমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
- সরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২টি: একটি সাধারণ বিমা কর্পোরেশন ও অন্যটি জীবন বিমা কর্পোরেশন।
- ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেন।
- ২০২০ সালের ১ মার্চ প্রথমবারের মতো বিমা দিবস পালিত হয়।
- বাংলাদেশে একমাত্র বিদেশি বিমা কোম্পানি- American Life Insurance Company (Alico)

ধরন	জীবন বিমা কর্পোরেশন	সাধারণ বিমা কর্পোরেশন	সর্বমোট
সরকারি	১টি	১টি	৮১টি
বেসরকারি	৩৪টি	৪৫টি	

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

পুঁজি বাজার বা স্টক মার্কেট

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
১৯৫৪ সালে গঠিত ইস্ট পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড ১৯৬৪ সালের ১৪ জুন নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড' ।	১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের ২৭% এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও বিমার ৭৩% শেয়ার বহন করে।

শেয়ার মার্কেট সম্পর্কিত কিছু তথ্য

Bull Market	শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়া
Neutral Market	শেয়ারের দাম অপরিবর্তিত
Blue chip	পুঁজি বাজারে ভালো মূল্যভিত্তিক কোম্পানি শেয়ার
ডি-ম্যাট (D-MAT)	শেয়ার লেনদেনের ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা (স্টক শেয়ারের নতুন পদ্ধতি)
Bear Market	শেয়ারের দাম কমে যাওয়া
Face Value	শেয়ারের প্রাথমিক মূল্য
Circuit Breaker	শেয়ার দর পতন নিয়ন্ত্রণ করা
IPO- Initial Public Offerings	কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার বিক্রির নাম

POLL QUESTION-01

✪ দেশের শ্রমশক্তির কতভাগ শিল্পখাতে নিয়োজিত?

(a) ৯.৪৬%

(b) ২৪.২৯%

(c) ২০.৪%

(d) ৩৬.৯২%

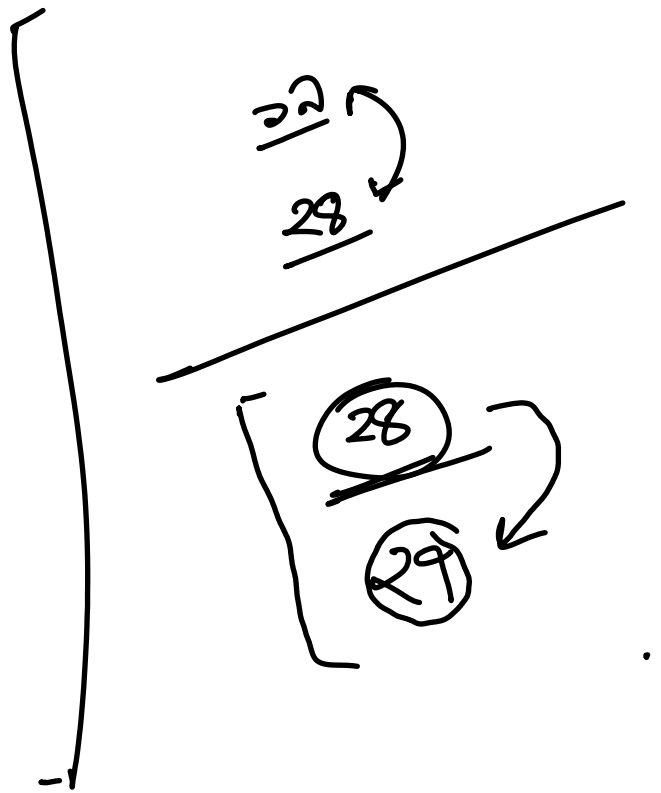

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

৩. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল কী? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস (খ) চুনাপাথর (গ) মিথেন গ্যাস (ঘ) ইলমেনাইট

৪. কোন এলাকাকে 'Marine Protected Area' (MPA) ঘোষণা করা হয়েছে? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) সেন্টমার্টিন

(খ) সেন্টমার্টিন এবং এর আশেপাশের এলাকা

(গ) পটুয়াখালী ও বরগুনা

(ঘ) হিরন পয়েন্ট

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১। বাংলাদেশের জিডিপি (GDP) -তে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) কৃষি (খ) শিল্প (গ) বাণিজ্য (ঘ) সেবা

২। BSTI-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) Bangladesh Salt Testing Institute

(খ) Bangladesh Strategic Training Institute

(গ) Bangladesh Standards and Testing Institution

(ঘ) Bangladesh Society for Telecommunication and Information

৩। 'সেকেন্ডারি মার্কেট' কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) শ্রম বাজার (খ) চাকুরি বাজার (গ) স্টক মার্কেট (ঘ) কৃষি বাজার

Intermission

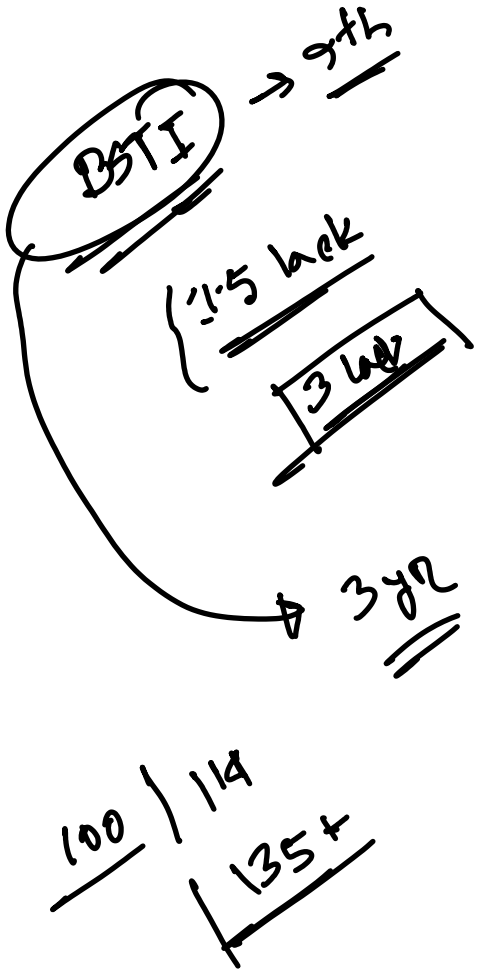

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

❑ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ (Int)

সদস্যপদ প্রাপ্তি	১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে ১৩৬তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়। (সদস্যপদের বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রদান করেছিল)। একই অধিবেশনের ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ১ম ভাষণ প্রদান করেন।
প্রথম সভাপতিত্ব	১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রথম সভাপতিত্ব করে (সভাপতি- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী)।
নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য	বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়–২ বার: ১৯৭৮ সালে (১৯৭৯-৮০ মেয়াদে) এবং ১৯৯৯ সালে (২০০০-০১ মেয়াদে)।
স্থায়ী প্রতিনিধি	জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১ম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস.এ. করিম। বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল মুহিত। তিনি জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের ১৬তম স্থায়ী প্রতিনিধি।
চাঁদার পরিমাণ	জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার হার জাতিসংঘের বাজেটের ০.০১%।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

❑ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

যাত্রা শুরু	১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সদস্য হয় এবং ১৯৮৮ সালে প্রথম অংশগ্রহণ করে (সেনাবাহিনী)। (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু করে ১৯৪৮ সালে)
প্রথম মিশন	১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের মধ্যে সশস্ত্র সহিংসতা বন্ধে UNIIMOG- United Nations Iran-Iraq Military Observer Group ও নামিবিয়ার UNTAG- United Nations Transition Assistance Group নিয়োজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশ শান্তি রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়।
পরিচালিত মিশন সংখ্যা	বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৫৪টি মিশনে অংশ নিয়েছে, বর্তমানে ৮টি দেশে ৯টি মিশন পরিচালিত হচ্ছে।
পুলিশের অংশগ্রহণ	১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পুলিশ এবং ২০১০ সালে নারী পুলিশ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে।
নৌ ও বিমান বাহিনী	১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ নৌ ও বিমানবাহিনী শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে।
শান্তিরক্ষীর সংখ্যা	সর্বশেষ জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা ৬৪৪৭ জন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের মর্যাদা লাভ করে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

❑ বাংলাদেশের সমুদ্র জয়

বিষয়	ভারত	মিয়ানমার
আদালত:	Permanent Court of Arbitration (PCA)	International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)
রায়:	৭ জুলাই, ২০১৪	১৪ মার্চ, ১০১২
অর্জন:	বাংলাদেশের মোট অর্জিত হয়েছে- ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার	
বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমারেখা:	রাজনৈতিক সীমা/উপকূলীয় সীমা:	ভিত্তি রেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল
	অর্থনৈতিক সীমা/Exclusive Economic Zone:	ভিত্তি রেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল
	মহীসোপান/Continental Shelf:	ভিত্তি রেখা থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল। তবে বাংলাদেশের মহীসোপান ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

☑ বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যালয়

সংস্থা	কার্যালয়
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	আগারগাঁও, ঢাকা
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
International Jute Study Group (IJSG)	ফার্মগেট, ঢাকা
আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণাকেন্দ্র (icddr,b)	মহাখালী, ঢাকা

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

❑ বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর

নাম	প্রতিষ্ঠা	অবস্থান
আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (icddr,b)	১৯৭৮	মহাখালী, ঢাকা
এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP)	১৯৭৯	চামেলি হাউস, ঢাকা
সার্ক কৃষি কেন্দ্র (SAC)	১৯৮৯	ফার্মগেট, ঢাকা
সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SMRC)	১৯৯৫	আগারগাঁও, ঢাকা
বিম্সটেক (BIMSTEC)	১৯৯৭	গুলশান, ঢাকা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	২০০১	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSG)	২০০২	ফার্মগেট, ঢাকা

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

✓ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রের জনক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ রোজ বুধবার ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে (বাইগার নদীর তীরে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান, মাতার নাম মোসাম্মৎ সায়েরা খাতুন। তাঁর ডাক নাম ছিল খোকা।
- ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এবং তাঁর বাণিজ্য ও পল্লিমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন। তাঁরা গোপালগঞ্জ মাঠে কৃষি মেলার উদ্বোধন করেন। মন্ত্রীরা যাওয়ার সময় শেখ মুজিব তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ছাত্রাবাস সংস্কারের দাবি করলে শেরে বাংলা তাঁকে ১২০০ টাকা প্রদান করেন। এভাবেই শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ওই দিন মন্ত্রীদের বিদায়ের পর কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ দিন হাজত বাস করে মুক্তি লাভ করেন। এটি বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারাবাস।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

- তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর দাবিতে ডাকা ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। সে বছরই ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আমলে তিনি আর ঢাবিতে যাননি। ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ঢাবিতে যান।
- ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ১৯৫২ সালে ১৬-২৭ ফেব্রুয়ারি কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। (ফরিদপুর)
- ১৯৫৩ সালে ১৬ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ওই বছরেই ১৪ মে তিনি কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।
- ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ দলের ষষ্ঠ কাউন্সিলে (সম্মেলন) শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয় যেখানে তিনি ছিলেন প্রধান আসামি।
- ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বেকসুর খালাস পান ও ২৩ ফেব্রুয়ারি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার নাম 'বাংলাদেশ' নামকরণ করেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ আ.স.ম. আব্দুর রব পল্টন ময়দানে তাঁকে 'জাতির জনক' উপাধি দেন।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐ রাতেই তাঁকে ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

- ১৯৭১ সালে মার্কিন সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' এর সাংবাদিক লোবেন জেঙ্কিন্স তাঁর প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "রাজনীতির কবি বা পয়েট অব পলিটিক্স" বলে আখ্যায়িত করেন।

যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করলে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

- ১৯৭২ সালে ১০ অক্টোবর শান্তিতে অবদানের জন্য বিখ্যাত 'জুলিও কুরি' পদক লাভ করেন। এ সময় রমেশ চন্দ্র বলেন, "শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে।" ২৩ মে, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু পদকটি গ্রহণ করেন। বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদক পরিয়ে দেন।
- ১৯৭৪ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন।
- ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❖ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ জনগণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারী এক মহান রাজনীতিবিদ ছিলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি ১৮৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশালের সাতুরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ওয়াজেদ, মায়ের নাম সাইদুন্নেসা খাতুন। ১৯২৪ সালের ১ জানুয়ারি তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। শেরে বাংলা ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। এছাড়াও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৫) এবং গভর্নর (১৯৫৬-৫৮) ছিলেন।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তিনি জনগণের কল্যাণে ঋণ সালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজনি প্রথা বাতিল আইন প্রবর্তন করেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে ১৯৩৮ সালে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন করা হয় এবং ১৯৩৮ সালের ১৮ আগস্ট জমিদারি প্রথা বন্ধ করা হয়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল। তিনি Bengal Today (১৯৪৪) নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❖ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হিসেবে খ্যাত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা বিচারক এবং তাঁর মাতা খুজাস্তা আখতার বানু ছিলেন নামকরা উর্দু সাহিত্যিক।

পারিবারিকভাবে উর্দু ভাষায় বড় হলেও নিজ আগ্রহে বাংলা ভাষা শিখেন ও চর্চা করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি ভাষা এবং সাহিত্যে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান ও আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে গ্রে'স ইন হতে বার এট ল' ডিগ্রি অর্জন করে সোহরাওয়ার্দী ১৯২১ সালে কলকাতায় ফিরে এসে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে। জীবদ্দশায় তিনি কলকাতার ডেপুটি মেয়র, অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ জাতীয় চার নেতা

✓ তাজউদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান সৈনিক। ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেজ। তিনি ম্যাট্রিক (১৯৪৪) ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) থেকে অবিভক্ত বাংলার সম্মিলিত মেধাতালিকায় যথাক্রমে দ্বাদশ ও চতুর্থ স্থান (ঢাকা বোর্ড) লাভ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি গঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ঢাকা জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের (১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় আওয়ামী লীগ) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদককে পরাজিত করে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে জেলে থাকা অবস্থাতেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃনির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। একই বছরের সাধারণ নির্বাচনের জন্য গঠিত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন যা মুজিবনগর সরকার নামে অধিক পরিচিত। ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হন (২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন)। ১৯৭২ সালে ৩০ জুন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর তাজউদ্দীন আহমদকে প্রথমে গৃহবন্দি এবং ২৩ আগস্ট তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করা হয় । কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত। তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে দুই বিষয়ে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, আনন্দ মোহন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে আইএ পরীক্ষা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বি.এ. (অনার্স), এম.এ এবং ১৯৫৩ সালে এল.এল.বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ছাত্রজীবনেই। তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি, ডাকসুর ক্রীড়া সম্পাদক এবং মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি সর্বদলীয় অ্যাকশন কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৬ দফা দাবিতে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলে তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি ছিলেন ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির (DAC) অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি প্রথম সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে তাঁকেও হত্যা করা হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❖ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

মনসুর আলী ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং বাকশাল সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ১৯১৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কুড়িপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিখ্যাত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা মনসুর আলী অর্থনীতিতে এম.এ এবং এল.এল.বি. তে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় পাবনা জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে। ১৯৪৮ সালে তিনি যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং পিএলজি-এর ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় থেকেই তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর নামে পরিচিত হতে থাকেন।

মুসলিম লীগে যোগদান করে রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় তাঁর। কর্মময় রাজনৈতিক জীবনে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, পাবনা জেলা কমিটির সভাপতি এবং ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলে মনসুর আলী কলকাতা গমন করেন এবং দলীয় হাই কমান্ডের অন্য নেতাদের সাথে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে গঠন করেন মুজিবনগর সরকার। নতুন গঠিত সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রথম মন্ত্রীপরিষদে প্রথমে যোগাযোগ এবং পরে স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। বাকশাল গঠনের পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন এবং বাকশালের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের কুখ্যাত জেল হত্যার অন্যতম শহিদ ছিলেন তিনিও।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❖ এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান (এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান) বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। ১৯২৩ সালের ২৬ জুন নাটোর জেলার অন্তর্গত বাগাতিপাড়ার মালঞ্চী রেলস্টেশন সংলগ্ন নূরপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক, রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং রাজশাহী আইন কলেজ হতে আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৬ সাল থেকে রাজশাহী জজকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। আওয়ামী লীগে যোগ দেন ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সালে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে তিনি দুবার মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৭ তিনি সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা নির্বাচিত হন।

আইয়ুব খান সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন গঠিত অস্থায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্র, কৃষি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি হন ১৯৭৪ সালে। বাকি তিনজনের সাথে তাঁকেও ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজিমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের সংসারে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দুই সন্তান। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে ১৯৯১-১৯৯৫ পর্যন্ত এবং এরপর ২০০১-২০০৫ পর্যন্ত বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ২০০৮ সালে জনগণের বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসেন। ২০১৮ সালে ৪র্থ বার এবং ২০২৪ সালে ৫ম বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর শাসনামলে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্থল সীমানা চুক্তির অনুমোদন এবং দুই দেশ কর্তৃক অনুসমর্থন (এর ফলে দুই দেশের মধ্যে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোধের অবসান হয়েছে), মাথাপিছু আয় ২৫৫৪ মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ২০.৫% হ্রাস, ৪৬ বিলিয়ন ডলারের উপর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

- ফোর্বস সাময়িকীর দৃষ্টিতে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় ২০২২ সালে তার অবস্থান ৪২তম, এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফরেইন পলিসি নামক সাময়িকীর করা বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০০ বৈশ্বিক চিন্তাবিদদের তালিকায় শেখ হাসিনা জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি বিশ্ব নারী নেত্রী পরিষদ-এর একজন সদস্য, যা বর্তমান ও প্রাক্তন নারী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক।
- ২০১০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (MDG) অর্জনে, বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের 'এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০' অর্জন করেন।
- ২০১৩ সালে দারিদ্র্য দূরীকরণে ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য জাতিসংঘের 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন।
- ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি 'পলিসি লিডারশিপ' ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার লাভ করেন।
- ২০১৬ সালে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখায় 'প্লানেট ফিফটি-ফিফটি চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' সম্মাননা অর্জন করেন। 'প্লানেট ফিফটি-ফিফটি চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কারটি দেয়া হয় UN Women এর পক্ষ থেকে। 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

- ২০১৮ সালে সামাজিক উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ 'জাতিসংঘের সাউথ সাউথ কো-অপারেশন অ্যান্ড ইউনেস্কো অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন।
- ২০১৮ সালে নারী শিক্ষা ও নারী উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে গ্লোবাল সামিট অব উইমেনে 'গ্লোবাল উইম্যানস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন।
- মার্চ ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করে ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন।
- ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে নিউইয়র্কে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই) এর জাতিসংঘ সদরদপ্তরে 'ইমিউনাইজেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বীকৃতি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিশ্বের সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' প্রদান করে।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বাঙালি অর্থনীতিবিদ

❖ অমর্ত্য সেন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩৩ সালের ৩ নভেম্বর ভারতীয় বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেনের জন্ম। দুর্ভিক্ষ, মানব উন্নয়ন তত্ত্ব, জনকল্যাণ অর্থনীতি ও গণদারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিষয়ে গবেষণা এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে অবদান রাখার জন্য এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য 'মানব উন্নয়ন সূচক' আবিষ্কার করেন। অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Famines', 'The Idea of Justice', 'Indentity and Violence: the Illusion of Destiny'. তাঁকে অর্থনীতির মাদার তেরেসা (The Mother Teresa of Economics) বলা হয়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Home in the World: A Memoir.

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বাঙালি বিজ্ঞানী, ডাক্তার ও প্রকৌশলী

❖ জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার রাঢ়িখাল এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। এছাড়াও বেতার যন্ত্র আবিষ্কারে তাঁর অবদান আছে। জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রটির নাম ক্রিস্টাল রিসিভার। Institute of Electrical and Electronics Engineers তাঁকে সম্প্রতি রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। তাঁর রচিত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাবলির সংকলন গ্রন্থের নাম 'অব্যক্ত'। ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর ভারতের ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

ড. কুদরত-ই-খুদা

১৯০০ সালের ১ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মাড়গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের ১৮টি আবিষ্কারের পেটেন্ট রয়েছে, যার মধ্যে ৯টি পাট সংক্রান্ত। এর মধ্যে পাট ও পাটকাঠি থেকে রেয়ন, কাগজ এবং রস ও গুড় থেকে মল্ট ও ভিনেগার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন এর নেতৃত্ব দেন তিনি, কমিশনটির নাম ছিল 'ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন'। এই কমিশন ২৬ জুলাই, ১৯৭২ সালে গঠন করা হয়। শিক্ষায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৭৬ সালে একুশে পদক এবং ১৯৮৪ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করে। কুদরত-ই-খুদা ১৯৭৭ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❖ ড. ফেরদৌসী কাদরী

প্রতিষেধকবিদ্যা এবং সংক্রামক রোগ গবেষণাকারী বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী ৩১ মার্চ, ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ২৫ বছর কলেরার টিকা উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চের (icddr,b) মিউকোসাল ইমিউনোলজি এবং ভ্যাকসিনোলজি ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের সংক্রামক রোগ চিহ্নিতকরণ ও বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার রোধে প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম এবং টিকাদান কর্মসূচি জোরদারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ২০২০ সালে তিনি 'লরিয়েল-ইউনেস্কো উইমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড' (এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল) লাভ করেন। তিনি ২০২১ সালে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া ২০২১ সালে, সিঙ্গাপুর ভিত্তিক বিজ্ঞান সাময়িকীতে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় তিনি অন্তর্ভুক্ত হন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বাংলাদেশের চিত্রশিল্প

❖ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে পরিচিত। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে তিনি বিখ্যাত হন। তিনি ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের অঙ্গসজ্জায় নেতৃত্ব দান করেন। এছাড়াও তিনি সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো হলো:

- **ম্যাডোনা-৪৩:** কালি ও তুলিতে আঁকা। ১৯৪৩ সালের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে অঙ্কন করেন।
- **সংগ্রাম (১৯৫৯):** ক্যানভাসে তেলরং। শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র।
- **সাঁওতাল রমণী (১৯৬৯):** ক্যানভাসে আঁকা তৈলচিত্র।
- ✓ **নবান্ন (১৯৬৯):** তেলরং ও মোমে আঁকা ৬০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল। গ্রাম বাংলার উৎসব নিয়ে আঁকা চিত্রকর্ম।
- **মনপুরা-৭০ (১৯৭৪):** ২০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল ১৯৭০ সালের ভোলা জেলার চর মনপুরায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে আঁকা চিত্রকর্ম। এই ছবি এঁকেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন।
- ✓ **মই দেয়া:** জলরং।
- ✓ **দুই মুখ:** শেষ চিত্রকর্ম। মৃত্যুর মাত্র কদিন আগে ঢাকার পিজি হাসপাতালে শুয়ে চিত্রকর্মটি অঙ্কন করেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

তাঁর অন্যান্য চিত্রকর্মের মধ্যে 'গরুর গাড়ী', 'নৌকা', 'গুনটানা', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা (১৯৭১)', 'বিদ্রোহী গরু', 'গায়ের বধূ', 'দুমকার ছবি', 'পাইন্যার মা', 'প্রসাধন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৩ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে সরকারি উদ্যোগে ময়মনসিংহ শহরে স্থাপিত হয় 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা' যেখানে ৬২টি চিত্রকর্ম সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে স্থাপিত হয়েছে 'জয়নুল আর্ট গ্যালারি'। ১৯৭৫ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❖ কামরুল হাসান

চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান ১৯২১ সালের ২ ডিসেম্বর কলকাতায় (তিনজিলা গোরস্থান রোড) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নারেঙ্গা গ্রাম, বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)। কামরুল হাসান মুজিবনগর সরকারের আর্ট ও ডিজাইন বিভাগের পরিচালক ছিলেন। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকারের অনুরোধে তিনি শিবনারায়ণ দাশ কর্তৃক ডিজাইনকৃত পতাকার বর্তমান রূপ দেন। তিনি নিজেকে 'পটুয়া' হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। পটুয়া বলতে একটি পেশাভিত্তিক লোকগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের প্রধান পেশা বংশানুক্রমে নিজেদের বিশেষ রীতিতে পট অঙ্কন ও প্রদর্শন বা বিক্রয় করা। তাঁর ২টি বিখ্যাত চিত্রকর্ম:

- **এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে:** মুক্তিযুদ্ধকালীন জেনারেল ইয়াহিয়ার মুখের ছবি দিয়ে আঁকা এই পোস্টারটি খুব বিখ্যাত।
- **দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে:** স্বৈরশাসক এরশাদকে ব্যঙ্গ করে স্কেচটি আঁকেন। ১৯৮৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' শিরোনামে স্কেচটি অঙ্কন শেষ করার কয়েক মিনিট পরেই মারা যান।

তাঁর অন্যান্য চিত্রকর্মের মধ্যে তিন কন্যা, নাইওর, উকি, রায়বেঁশে নৃত্য, বাংলার রূপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর তিন কন্যা ও নাইওর চিত্রকর্ম অবলম্বনে ২টি দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। যথা- যুগোস্লাভিয়া সরকার (১৯৮৫) ও বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)।

তিনি চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

❑ বাংলা একাডেমি (Bangla Academy)

প্রতিষ্ঠা:	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ (ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান)।
পূর্বনাম:	বর্ধমান হাউজ (১৯০৬)।
প্রথম সভাপতি:	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।
প্রথম মহাপরিচালক:	ড. মযহারুল ইসলাম।
বর্তমান সভাপতি:	সেলিনা হোসেন। তিনি বাংলা একাডেমির প্রথম নারী পরিচালক ও সভাপতি।
বর্তমান মহাপরিচালক:	কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।
বিভাগ:	৮টি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

শিল্পকলা একাডেমি	প্রতিষ্ঠা	১৯৭৪
	প্রধান কার্যালয়	সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
	বিশেষ তথ্য	১৯৭৫ সালে শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে প্রথম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর যাত্রা শুরু হয়।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)	প্রতিষ্ঠা	২৭ মে, ১৯৫৯
	অবস্থান	কোটবাড়ি, কুমিল্লা।
	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক	ড. আখতার হামিদ খান।
	প্রধান কর্মকর্তা	মহাপরিচালক
	পৃষ্ঠপোষক	বাংলাদেশ সরকার।
পুলিশ একাডেমি	প্রতিষ্ঠা	১৯১২।
	অবস্থান	সারদা, রাজশাহী।
	বিশেষ তথ্য	এটি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একাডেমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মেজর এইচ. চ্যামনি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান

পুণ্ড্রনগর

আবিষ্কার:	১৮০৮ সালে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন এটি আবিষ্কার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম একে প্রাচীন জনপদ পুন্ড্রুর রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করেন।
বর্তমান অবস্থান:	পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড় বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। ২০১৭ সালে মহাস্থানগড়কে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
ঐতিহ্য:	পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র ছিল বাংলার প্রাচীনতম সমৃদ্ধ জনপদ। পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্র শব্দের অর্থ ইক্ষু বা আখ। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চার শতকে এই নগর গড়ে উঠেছিল। এটি করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। পুণ্ড্রনগর মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। এখানে রয়েছে সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধ স্তম্ভ যা 'বেহুলার বাসর ঘর' নামে পরিচিত। মহাস্থানগড়ে একটি ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া গেছে। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি।

ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

➢ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

বর্তমান অবস্থান:	শ্রী ধর্মপাল নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানার পাহাড়পুর গ্রামে ৮ম শতকের শেষের দিকে বা ৯ম শতকের শুরুতে এই বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এর অপর নাম সোমপুর বিহার।
নিদর্শন:	১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। এরপর রাখাল দাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম খনন কাজ শুরু করেন। এ বিহারে পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সোমপুর বিহারে যে তাম্রলিপি পাওয়া যায় তা গুপ্তযুগের বলে ধারণা করা হয়। ১৯৮৬ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

❑ মসজিদ

✓ ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। এটি মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ধারণা করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৩৫-৫৯ খ্রি.) মুসলিম ধর্মপ্রচারক খান জাহান আলী বাগেরহাট জেলায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের নাম ষাট গম্বুজ হলেও মসজিদে গম্বুজ সংখ্যা মোট ৮১টি। মসজিদের ভিতরে ষাটটি স্তম্ভ বা পিলার আছে এবং চারকোণায় চারটি মিনার আছে। এটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটি। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে।

❑ মন্দির

✓ ঢাকেশ্বরী মন্দির

এই মন্দিরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ঢাকেশ্বরী রোডে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও জাতীয় মন্দির হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মন্দির অঙ্গনে প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি সিংহদ্বার। মন্দিরে প্রতি রবিবার অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ স্থাপনা

✓ জাতীয় স্মৃতিসৌধ

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবীনগরে (সাভার, ঢাকা) জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এটি জাতীয় শহিদদের স্মরণে সর্বজনীন স্মৃতিস্তম্ভ। ১৯৭৮ সালে সৌধ নির্মাণের জন্য ৫৭টি নকশার মধ্যে সৈয়দ মাঈনুল হোসেন প্রণীত নকশাটি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮২ সালে বিজয় দিবসের কিছুদিন আগে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। মিনারটি প্রায় ১৫০ ফুট বা ৪৬ মিটার উঁচু। স্মৃতিসৌধটি ৭ জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বা ৭টি ফলক নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোট থেকে ক্রমশ বড় ক্রমে সাজানো হয়েছে। এই ৭ জোড়া দেয়াল বা ফলক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭টি পর্যায়কে নির্দেশ করে। পর্যায়গুলো হলো- ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ এর শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। স্মৃতিসৌধ চত্বরে আছে মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গকারী অজ্ঞাতনামা শহিদদের দশটি গণসমাধি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহিঃপ্রাঙ্গনে অবস্থিত। প্রথম শহিদ মিনার তৈরির ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম, সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার এবং তদারকিতে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন। ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, শহিদ শফিউর (২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন) এর পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রথম শহিদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে (৯ম-১০ম বই অনুসারে- ২৪ ফেব্রুয়ারি ভেঙে ফেলে)। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও তৎকালীন সরকারের নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পরে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয় । ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায় । পরবর্তীতে লেফট্যানেন্ট জেনারেল আযম খানের আমলে এর মূল নকশা কেটে-ছেঁটে ১৯৬৩ সালে দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এর নকশাকার ছিলেন ভাস্কর হামিদুজ্জামান। ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহিদ আবুল বরকতের মাতা হাসিনা বেগম কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। প্রথম শহিদ মিনারটি ছিল ১০ ফিট উঁচু ও ৬ ফিট চওড়া। বর্তমানে জাতীয় শহিদ মিনারের আয়তন ১৫০০ বর্গ ফিট (১৪০ বর্গ মিটার), উচ্চতা ৪৬ ফিট (১৪ মিটার)।

POLL QUESTION-02

✪ **‘The Idea of Justice’ গ্রন্থের লেখক কে?**

(a) শেখ হাসিনা

(b) রেহমান সোবহান

(c) অমর্ত্য সেন

(d) আকবর আলি খান

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ সংবাদপত্র

➢ বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা (News Agency of Bangladesh)

ক্র. নং	সংবাদ সংস্থা
১	ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (ENA)
২	ইউনাইটেড নিউজ সার্ভিস (UNS)
৩	ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন (ISPR)
৪	বাংলাদেশ নিউজ সার্ভিস (BNS)
৫	ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (UNB)
৬	প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (PIB)
৭	আনন্দ বাংলা সংবাদ বা আবাস (ABAS)
৮	বাংলাদেশ নিউজ এজেন্সি (BNA)

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

বাংলাদেশ বেতার

- ✓ যুদ্ধের সময় এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।
- ✓ ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর, বেতার কেন্দ্রটিকে 'বাংলাদেশ বেতার' নাম দেওয়া হয়।
- ✓ ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এটি 'রেডিও বাংলাদেশ' নামে পরিচিত ছিল।
- ✓ বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত প্রথম নাটক – বুদ্ধদেব বসুর 'কাঠ ঠোকরা' (উদ্বোধনী দিনে)।
- ✓ প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে এ কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচার করা হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

➢ বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ধরন	সংখ্যা	তথ্য
সরকারি টেলিভিশন	৪টি	বাংলাদেশ টেলিভিশন (১৯৬৪), বিটিভি চট্টগ্রাম (১৯৯৬), বিটিভি ওয়ার্ল্ড (২০০৪) ও সংসদ বাংলাদেশ টিভি (২০১১)।
বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন	৪৫টি	২৯টি [**সূত্র:** শেখ হাসিনা; আন্তর্জাতিক তথ্য ও অধিকার দিবস, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০]
সরকারি বেতার	১৪টি	বাংলাদেশ বেতার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৯ সালে এবং রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ১৯৭২ সালে।
বেসরকারি বেতার	২২টি	
কমিউনিটি বেতার	১৮টি	

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ সর্বজনীন পেনশন

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয়ভাবে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এতে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পেনশন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। ২০১৫ সালে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেন। ২০১৬ সালে ভারত ঘুরে এসে অর্থ বিভাগের একটি দল একটি ধারণাপত্র তৈরি করে। ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ জাতীয় সংসদে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা বিল, ২০২৩' পাস হয়। ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে এটি আইনে পরিণত হয়। ১৩ আগস্ট ২০২৩ সরকার 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩' জারি করে। ১৭ আগস্ট ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। ৪টি আলাদা স্কিম নিয়ে সর্বজনীন পেনশন-ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। এগুলো হলো- প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

২০০৬ সালে দেশে প্রথম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন করা হয়। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় সংসদে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল, ২০১৮' পাস হয়। একই সালে ৮ অক্টোবর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার্যকর করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৬৬ বিলুপ্ত করা হয়। এরপর আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে বির্তক হলে ৭ আগস্ট ২০২৩ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে সাইবার নিরাপত্তা আইন নামে আধুনিকায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত 'সাইবার নিরাপত্তা বিল, ২০২৩' পাস হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি

২০ মার্চ ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির কমিশনিং করেন। দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির নাম 'বিএনএস শেখ হাসিনা'।

❑ নৌবাহিনীর প্রধান

১৬ জুলাই ২০২৩ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১৭তম প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান মোহাম্মদ নাজমুল হাসান।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

দেশের পঞ্চম অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইউনেস্কো বাংলাদেশের রিকশা ও রিকশাচিত্রকে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এ নিয়ে বাংলাদেশের মোট অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংখ্যা এখন ৫টি।

ঐতিহ্য	স্বীকৃতি	অধিবেশন	অধিবেশন স্থান
বাউল সঙ্গীত	নভেম্বর ২০০৮	তৃতীয়	ইস্তাম্বুল, তুর্কিয়ে
জামদানি বুনন শিল্প	৮ ডিসেম্বর ২০১৩	অষ্টম	বাকু, আজারবাইজান
মঙ্গল শোভাযাত্রা	৩০ নভেম্বর ২০১৬	একাদশ	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া
শীতলপাটির বুনন পদ্ধতি	৬ ডিসেম্বর ২০১৭	দ্বাদশ	জেজু দ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া
রিকশা ও রিকশাচিত্র	৬ ডিসেম্বর ২০২৩	অষ্টাদশ	কাসালে, বতসোয়ানা

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২

ফ্রান্সের সহায়তায় এবার 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ করা হবে। এটি একটি আর্থ অবজারভেটরি স্যাটেলাইট। এর মাধ্যমে পৃথিবী তথা বাংলাদেশের স্থলভাগ ও জলভাগ পর্যবেক্ষণ করা হবে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' পৃথিবীর ছবি তুলে বাংলাদেশে পাঠাবে। বাংলাদেশে কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে করণীয় অনেক কিছু জানা যাবে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কেউ অনধিকার প্রবেশ কিংবা কোনো অপতৎপরতা চালায় কিনা সেটিও এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানা যাবে। ১১ মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করে। এর মধ্য দিয়ে ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। ফ্যালকন-৯ রকেটের মাধ্যমে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপরিস্থ যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6

৪ নভেম্বর ২০২৩ দেশের প্রথম মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন করা হয়। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানী ঢাকার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশে প্রথম মেট্রোরেল চালু করা হয়।

- প্রকল্পের নাম: MRT Line-6.
- তত্ত্বাবধানে: ঢাকা ম্যাস ট্রান্সজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL)।
- অর্থায়নে: জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA)
- একনেকে অনুমোদন: ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২।
- JICA'র সঙ্গে চুক্তি: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।
- নির্মাণ কাজ উদ্বোধন: ২৬ জুন, ২০১৬।
- যাত্রা শুরু দিয়াবাড়ি-আগারগাঁও: ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ (সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত: ২৯ ডিসেম্বর ২০২২)। আগারগাঁও-মতিঝিল: ৪ নভেম্বর ২০২৩। মতিঝিল-কমলাপুর: ২০২৪ সাল (সম্ভাব্য)।
- মোট স্টেশন: ১৭টি- উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিন, পল্লবী, মিরপুর ১১, মিরপুর ১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, মতিঝিল এবং কমলাপুর।
- মোট দৈর্ঘ্য: ২১.২৬ কিমি। উত্তরা-আগারগাঁও: ১১.৭৩ কিমি। আগারগাঁও-মতিঝিল: ৮.৩৭ কিমি। মতিঝিল-কমলাপুর: ১.১৬ কিমি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ তৃতীয় মেট্রোরেল MRT Line-5

মেট্রোরেলের হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত পথটি এমআরটি লাইন-৫ (উত্তর) নামে পরিচিত। ৪ নভেম্বর ২০২৩ এ মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়।

- প্রকল্পের নাম: MRT Line-5: Northern Route.
- প্রকল্প গ্রহণ: ৭ আগস্ট ২০১৮।
- একনেকে অনুমোদন: ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯।
- JICA'র সঙ্গে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর: ২৮ জুন ২০২২।
- নির্মাণ কাজ উদ্বোধন: ৪ নভেম্বর ২০২৩।
- সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: TOE Corporation and Spectra Engineers Limited.
- অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA)।
- দৈর্ঘ্য: ২০ কিমি। পাতাল: ১৩.৫০ কিমি, উড়াল: ৬.৫০ কিমি।
- উড়াল অংশ: হেমায়েতপুর হতে আমিন বাজার এবং নতুন বাজার হতে ভাটারা।
- পাতাল অংশ: আমিন বাজার হতে নতুন বাজার।
- স্টেশন: ১৪টি- হেমায়েতপুর, বলিয়ারপুর, মধুমতি, আমিন বাজার, গাবতলি, দারুস সালাম, মিরপুর-১, মিরপুর-১০, মিরপুর-১৪, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান-২, নতুন বাজার এবং ভাটারা।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ প্রথম পাতাল রেল MRT Line-1

- ✓ প্রকল্পের নাম: MRT Line-1.
- ✓ দেশের প্রথম উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেল: MRT Line-1.
- ✓ নির্মাণ ও পরিচালনায়: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL)।
- ✓ অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (JICA)।
- ✓ একনেকে অনুমোদন: ১৫ অক্টোবর ২০১৯।
- ✓ নির্মাণ কাজ উদ্বোধন: ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
- ✓ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত: ২০২৬ সাল।
- ✓ মোট দৈর্ঘ্য: ৩১.২৪১ কিমি।
- ✓ মোট স্টেশন: ২১টি।
- ✓ রুট ২টি- বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু বাংলাদেশের দীর্ঘতম ডুয়েল গেজ ডাবল ট্রাকের সেতু। এ সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ এশিয়ার সাথে দেশের রেল যোগাযোগের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি হবে।

- ✓ নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু।
- ✓ সংযুক্ত করবে: সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলাকে।
- ✓ যে নদীর ওপর: যমুনা নদী।
- ✓ একনেকে অনুমোদন: ৬ ডিসেম্বর ২০১৬।
- ✓ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন: ২৯ নভেম্বর ২০২০।
- ✓ পাইলিংয়ের কাজ শুরু: মার্চ ২০২১।
- ✓ দৈর্ঘ্য: ৪.৮০ কিমি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

- ✓ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: পূর্বাংশ- Obayashi Corporation, TOA Corporation ও JFE এবং পশ্চিমাংশ – IHI ও SMCC।
- ✓ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর: ৫ এপ্রিল ২০২০।
- ✓ ধরন: ডুয়েল গেজ (ডাবল লাইন)।
- ✓ অর্থায়নে: বাংলাদেশ ও জাপান (যৌথভাবে)।
- ✓ পিলার : ৫০টি।
- ✓ স্প্যান : ৪৯টি।
- ✓ উপাদান: স্টীল।
- ✓ ট্রেনের গতিবেগ: ঘন্টায় ১০০-১২০ কিলোমিটার।
- ✓ অন্যান্য অবকাঠামো – ভায়াডাক্ট: ০.০৫ কিমি; রেলওয়ে অ্যাপ্রোচ এমব্যাংকমেন্টস: ৭.৬৭ কিমি; সংযোগ রেললাইন: ৩০.৭৩ কিমি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ শেখ হাসিনা সরণি

১৪ নভেম্বর ২০২৩ উদ্বোধন করা হয় 'শেখ হাসিনা সরণি'। এটি দেশের প্রথম ১৪ লেনের সড়ক।

- প্রকল্পের নাম: কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পাশে (কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন।
- বর্তমান নাম: শেখ হাসিনা সরণি।
- প্রকল্পের রুট: রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ১, ২ ও ৩নং সেক্টর হয়ে কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত। এটি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে রাজধানীর প্রগতি সরণি ও বিমানবন্দর সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করে।
- দৈর্ঘ্য: ১২.৫ কি.মি.।
- একনেকে অনুমোদন: ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫।
- নির্মাণ কাজ শুরু: সেপ্টেম্বর ২০১৫। শেষ: নভেম্বর ২০২৩।
- বাস্তবায়নে: রাজউক ও সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড।
- মোট লেন: ১৪টি (৮টি লেন এক্সপ্রেসওয়ে ও ৬টি লেন সার্ভিস রোড)।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

স্বপ্নের পদ্মাসেতু

২৫ জুন, ২০২২ তারিখে দক্ষিণবঙ্গের ২১টি জেলার মানুষের বহুল প্রত্যাশিত এই সেতু উদ্বোধন করা হয় এবং পরদিন ২৬ জুন সেতুটি জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

প্রকল্পের নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প	**প্রস্থ**	১৮.১০ মি
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	৪ জুলাই, ২০০১	**লেন**	৪টি
অবকাঠামো অবস্থিত	৩টি জেলায়; মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে	**স্প্যান সংখ্যা**	৪১টি
প্রকল্পে মোট ব্যয়	৩০ হাজার ১৯৩.৩৯ কোটি টাকা	**পিলার সংখ্যা**	৪২টি
মূল সেতু নির্মাণে ব্যয়	১১ হাজার ৯৩৮.৬৩ কোটি টাকা	**পাইল সংখ্যা**	২৯৪টি
নদীশাসন ব্যয়	৮ হাজার ৭০৬. ৯১ কোটি টাকা	**নকশা প্রণয়ন করে**	AECOM
সেতুর আয়ুষ্কাল	১০০ বছর	**দৈর্ঘ্য**	৬.১৫ কিমি
ভূমিকম্প সহ্যমাত্রা	রিখটার স্কেলে ৮	**সেতুর নিরাপত্তায় সেনানিবাস**	শেখ রাসেল সেনানিবাস
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড	**সেতুর নিরাপত্তায় থানা**	পদ্মা সেতু উত্তর (মুন্সীগঞ্জ) ও পদ্মা সেতু দক্ষিণ (শরীয়তপুর)

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রকল্পের মূল নাম	মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট
উৎপাদন ক্ষমতা	১৩২০ মেগাওয়াট
জ্বালানি	কয়লা
ব্যবহৃত প্রযুক্তি	Ultra-Supercritical Technology
প্লান্টে পানি সরবরাহ হবে	রূপসা নদী থেকে
অবস্থান	রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট (সুন্দরবনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা হতে ১৪ কি. মি. দূরে পশুর নদীর তীরে)
সহায়তাকারী দেশ	ভারত
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন ভারত এবং ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (BHEL)
নির্মাণকালের মেয়াদ	নভেম্বর, ২০২২

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

অবস্থান	রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা	**বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং উৎস**	পদ্মা নদী
জ্বালানি	ইউরেনিয়াম-২৩৫	**চুল্লি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান**	রোসাটম, রাশিয়া
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থায়িত্ব	৫০ বছর	**চুল্লির ধরন**	প্রেসারাইজড ওয়াটার ভেসেল
উৎপাদন ক্ষমতা	২৪০০ মেগাওয়াট	**উৎপাদন শুরু হবে**	২০২৪ সালে।

❑ মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

মালিকানা	বিদ্যুৎ বিভাগ	**উৎপাদন ক্ষমতা**	১২০০ মেগাওয়াট
জ্বালানি	কয়লা (আমদানিকৃত)	**সমাপ্তি**	জানুয়ারি, ২০২৪
উন্নয়ন সহযোগী	জাইকা, জাপান	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (CPGCBL)

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

বঙ্গবন্ধু টানেল (কর্ণফুলী টানেল)- চট্টগ্রাম

অপর নাম	টু টাউনস – ওয়ান সিটি (সাংহাই শহরের আদলে)	**টিউবের ব্যাস**	১০.৮০ মিটার
সংযোগ প্রাপ্ত হবে	পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা	**টিউব সংখ্যা**	২টি
দৈর্ঘ্য	৩.৪ কি.মি.	**মালিকানা**	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন সহযোগী	চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত চীনা এক্সিম ব্যাংক (২% সুদে)	**গভীরতা**	নদীর তলদেশে ১৫০ ফুট নিচ দিয়ে

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-২০২৩

অবদান	অবস্থান
ইলিশ উৎপাদন এবং পাট রপ্তানি	প্রথম
পাট উৎপাদন, কাঁঠাল উৎপাদন, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে	দ্বিতীয়
ধান, চাল, পেঁয়াজ, সবজি ও স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন	তৃতীয়
ছাগল উৎপাদন	চতুর্থ
আলু, আদা, বেগুন, শিমের বিচি উৎপাদন ও প্রবাসী আয়	সপ্তম
চা ও কুমড়া উৎপাদন	অষ্টম
আম, পেয়ারা, ফুলকপি উৎপাদন	নবম

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বর্তমান সরকারের কয়েকটি প্রস্তাবিত প্রকল্প

প্রস্তাবিত বিষয়	প্রস্তাবিত অঞ্চল/স্থান
দেশের একক বৃহত্তম পয়ঃশোধনাগার	খিলগাঁও, ঢাকা
দেশের বৃহত্তম রাবার ড্যাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
নবম সরকারি ইপিজেড	পটুয়াখালী
ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট	গোপালগঞ্জ
দ্বিতীয় পদ্মা সেতু	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাফল্য

➢ সার্কের তৃতীয় বাংলাদেশি মহাসচিব

১৩ জুলাই, ২০২৩ মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার গোলাম সারওয়ারকে সার্কের ১৫তম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে দিয়ে তিনি এই পদে তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে নিয়োগ পেলেন। সার্কের মহাসচিব হিসেবে এর আগে বাংলাদেশের কূটনীতিক আবুল আহসান এবং কিউ এ এম এ রহিম দায়িত্ব পালন করেন।

➢ ADB'র প্রথম বাংলাদেশি ভাইস প্রেসিডেন্ট

২৮ জুন, ২০২৩ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান অর্থসচিব ফাতিমা ইয়াসমিন। তিনি ৩ বছরের জন্য ADB'র 'সেক্টরস ও থিম' বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন। তিনিই প্রথম কোনো বাংলাদেশি, যিনি এ পদে নিয়োগ পেলেন। ফাতিমা ইয়াসমিন ২০২৩ সালের আগস্টে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে যোগ দেবেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক

১৯ জুলাই ২০২৩ দেশে প্রথমবারের মতো চ্যানেল ২৪-এ সংবাদ উপস্থাপন করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপস্থাপক। দেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ সংবাদ উপস্থাপকের নাম রাখা হয় অপরাজিতা। ২০১৮ সালের নভেম্বরে চীন বিশ্বের সর্বপ্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সংবাদ উপস্থাপককে সামনে আনে।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

➢ PBC'র সহ-সভাপতি বাংলাদেশ

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৩ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তি-বিনির্মাণ কমিশনের (PBC) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কমিশনের সদস্যরা ২০২৩ সালের জন্য ক্রোয়েশিয়াকে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ও জার্মানি সহ-সভাপতি নির্বাচিত করে। উল্লেখ্য, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ বা Peacebuilding Commission (PBC)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা এ দায়িত্ব পালন করেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

ভুটান-বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তি

পরস্পরের ভূমি ব্যবহার করে বাণিজ্য জোরদারের লক্ষ্যে ২২ মার্চ, ২০২৩ বাংলাদেশ ও ভুটান ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে Agreement on the movement of traffic-in-Transit and Protocol between Bangladesh and Bhutan শিরোনামে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের জল, স্থল ও আকাশপথ ব্যবহার করে ভুটান নির্ধারিত ফি দিয়ে তৃতীয় দেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করতে পারবে। আর ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে ভুটানের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ হলে তখন এ ট্রানজিট সুবিধায় ভুটানের ভেতর দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালকে নিয়ে চার দেশীয় মোটরযান চলাচল চুক্তি (BBIN) থেকে ভুটান সরে যাওয়ার পর বাংলাদেশের কাছে দ্বিপক্ষীয় ট্রানজিট চুক্তির প্রস্তাব দেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ঢাকায় দুই দেশের বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের বৈঠকে ট্রানজিট চুক্তির খসড়া ও প্রটোকল চূড়ান্ত করা হয়। এরপর ১৩ মার্চ, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভুটানের সঙ্গে এ ট্রানজিট চুক্তির খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ পুরস্কার ও সম্মাননা

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৩

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় (বেসামরিক) পদক হচ্ছে স্বাধীনতা পুরস্কার। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পদকে ভূষিত করা হয়। পুরস্কারটি প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৭ সালে (স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার নামে)।

১	বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) সামসুল আলম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২	মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. এ. জি. মোহাম্মদ খুরশীদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩	শহিদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূইয়া, বীর উত্তম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), বীর বিক্রম	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৫	মরহুম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ (সেলিম আল দীন)	সাহিত্য
৬	পবিত্র মোহন দে	সংস্কৃতি
৭	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এস এম রকিবুল হাসান	ক্রীড়া
৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সমাজসেবা/জনসেবা
৯	নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১০	ড. ফেরদৌসী কাদরী	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ পুরস্কার ও সম্মাননা

✓ একুশে পদক-২০২৩

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার হচ্ছে একুশে পদক। সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, ভাষা সংগ্রামী, ভাষাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সেবক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পদকে ভূষিত করা হয়। পদকটি প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৬ সালে। একুশে পদকের অর্থমূল্য ৪ লক্ষ টাকা। ২০২৩ সালের জন্য ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ২টি প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে।

ক্রমিক নং	ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
১।	খালেদা মনযুর-ই খুদা	ভাষা আন্দোলন	
২।	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.কে.এম. শামসুল হক	ভাষা আন্দোলন	মরণোত্তর
৩।	হাজী মোঃ মজিবুর রহমান	ভাষা আন্দোলন	
৪।	মাসুদ আলী খান	শিল্পকলা (অভিনয়)	
৫।	শিমূল ইউসুফ	শিল্পকলা (অভিনয়)	

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

ক্রমিক নং	ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
৬।	মনোরঞ্জন ঘোষাল	শিল্পকলা (সংগীত)	
৭।	গাজী আব্দুল হাকিম	শিল্পকলা (সংগীত)	
৮।	ফজল-এ-খোদা	শিল্পকলা (সংগীত)	মরণোত্তর
৯।	জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়	শিল্পকলা (আবৃত্তি)	
১০।	নওয়াজীশ আলী খান	শিল্পকলা	
১১।	কনক চাঁপা চাকমা	শিল্পকলা (চিত্রকলা)	
১২।	মমতাজ উদ্দীন	মুক্তিযুদ্ধ	মরণোত্তর
১৩।	মোঃ শাহ আলমগীর	সাংবাদিকতা	মরণোত্তর
১৪।	ড. মোঃ আবদুল মজিদ	গবেষণা	
১৫।	অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম	শিক্ষা	মরণোত্তর

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

ক্রমিক নং	ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
১৬।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	শিক্ষা	
১৭।	বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন	সমাজসেবা	
১৮।	মোঃ সাইদুল হক	সমাজসেবা	
১৯।	অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম	রাজনীতি	মরণোত্তর
২০।	আকতার উদ্দিন মিয়া	রাজনীতি	মরণোত্তর
২১।	ড. মনিরুজ্জামান	ভাষা ও সাহিত্য	

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

বাংলাদেশের মুকুটে আরেকটি পালক : বৈশ্বিক অভিযোজন পুরস্কার

'কপ-২৮ সম্মেলনে উন্নয়নশীল অর্থায়ন উদ্ভাবন' (Innovation in Developing Finance) শাখায় 'বৈশ্বিক অভিযোজন পুরস্কার' Global Center on Adaptation (GCA) পুরস্কার লাভ করে- বাংলাদেশ। (Local Led Adaptation (LLA) ক্যাটাগরিতে এ চ্যাম্পিয়নশীপ পুরস্কার পেয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়ন করা Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC) প্রকল্প)।

অবদান- স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজন ও সহনশীলতা বিনির্মাণে বাংলাদেশের অসামান্য স্বীকৃতি হিসেবে।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পদক-২০২৩

পুরস্কার লাভ করেন: চার জন বিশিষ্ট নারী ও জাতীয় নারী ফুটবল দল (সাফ ফুটবল ২০২২ এ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন জাতীয় নারী ফুটবল দল)।

পদকপ্রাপ্তরা হলেন-

রাজনীতিতে: সাহারা খাতুন (মরণোত্তর)।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলায়: নাসিমা জামান ববি ও অনিমা মুক্তি গোমেজ।

গবেষণায়: ডা. সেঁজুতি সাহা।

প্রবর্তন: ২০২১ সালে।

ক্ষেত্র: ৮টি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বোচ্চ ৫ জন নারীকে এই পদক দেওয়া হয়।

পুরস্কার দেওয়া হয়: প্রতিবছর ৮ আগস্ট (বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিবস উপলক্ষে)।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর

'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রদানকারী বিশ্ব শান্তি পরিষদ (WPC) একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বেসরকারি সংস্থা। ১৯৪৯ সালে সংস্থাটি তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রবর্তন করে- আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার, সম্মানসূচক আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার (মরণোত্তর) এবং শান্তি পদক। ১৯৫৯ সালে শান্তি পদকের নামকরণ করা হয় 'জুলিও কুরি শান্তি পদক'। ১০ অক্টোবর ১৯৭২ চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় ঘোষিত ও নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৩ মে ১৯৭৩ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজার উন্মুক্ত চত্বরে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় দু'দিনব্যাপী Asian Peace & Security Conference। তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' পরিয়ে দেন। ২৩ মে ২০২৩ বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' লাভের ৫০ বছর পূর্তি হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

➢ বঙ্গবন্ধুর ২০০ বক্তৃতা সংবলিত বই "ভায়েরা আমার"

১২ জুন, ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর ২০০ বক্তৃতা সংবলিত 'ভায়েরা আমার' নামক বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। 'ভায়েরা আমার' (My Brothers) নামটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই দেন। এছাড়াও তিনি বইটির ভূমিকাও লিখেন। প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম ভাষণগুলো সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা করেন। জিনিয়াস পাবলিকেশন বইটি প্রকাশ করে। বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এতে এখন পর্যন্ত পাওয়া সব ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

➢ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শান্তি পুরস্কার

২৮ মে, ২০২৩ বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদকপ্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শান্তি পুরস্কার প্রবর্তনের ঘোষণা দেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

➢ ইউনেস্কো-বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা (UNESCO) শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতিসহ স্বীয় অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গনে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করে। এর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রবর্তিত পুরস্কার। বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির নামে UNESCO প্রবর্তিত এটিই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার। দুই বছর পরপর দেওয়া হয় এ পুরস্কার।

✓ **পুরস্কারের নাম:** UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize For the Creative Economy.

✓ **অর্থমান:** ৫০,০০০ মার্কিন ডলার।

✓ **পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য:** সৃজনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুব উদ্যোক্তাদের উন্নীত করে এমন উদ্ভাবনী প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বিতরণকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা বা বেসরকারি সংস্থার ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পুরস্কৃত করা।

বিজয়ী: ২০২৩ সালে এ পুরস্কার লাভ করে জিম্বাবুয়ের প্রতিষ্ঠান মিউজিক ক্রসরোডস। ৬ জুন, ২০২৩ ইউনেস্কো সদর দপ্তরে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান মিউজিক ক্রসরোডস- এর প্রতিনিধি মেলোডি জাম্বুকোর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে প্রথম এ পুরস্কার লাভ করে উগান্ডাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান MoTIV Creations Limited.

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

➢ জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার 'তর্জনী'

৭ মার্চ, ২০২৩ ইন্টারনেট ব্যবহারে সহায়তা দিতে সম্পূর্ণ বাংলায় চালু হয় প্রথম জাতীয় ব্রাউজার 'তর্জনী'। এতে বাংলার পাশাপাশি রয়েছে ইংরেজি ভাষাও। অ্যাপল ও গুগল প্লে স্টোরে মিলবে নিরাপদ ও দ্রুতগতির এ বাংলাদেশি মোবাইল ব্রাউজার। এতে রয়েছে তর্জনী সার্চ বার, ডার্ক মোড, ট্যাব, বিজ্ঞাপন বন্ধ, বুকমার্ক, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তাসহ নানা ফিচার। ব্রাউজারটি দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ভাষাগত জটিলতা নিরসন এবং নিরাপদ সাইবার স্পেস তৈরি করবে।

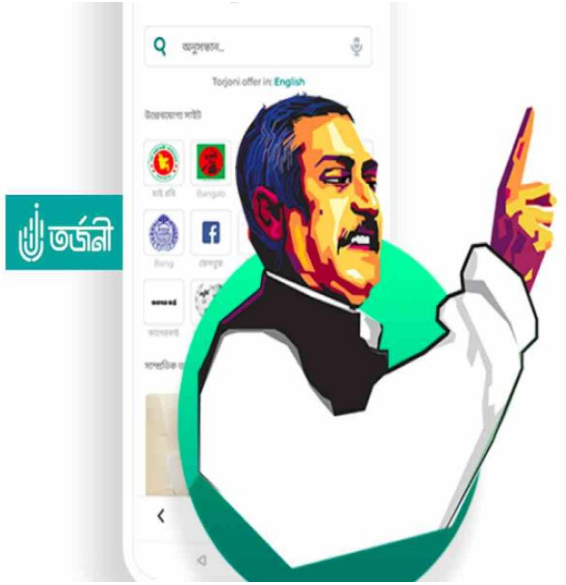

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

➢ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)-এর প্রথম নারী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। তিনি জবি'র ষষ্ঠ উপাচার্য। ড. সাদেকার পৈতৃক নিবাস কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আলকরা ইউনিয়নের কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামে। তাঁর বাবা ফজলুল হালিম চৌধুরী (১৯৭৬-১৯৮৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্যের তালিকা						
ক্রম	পণ্যের নাম	নিবন্ধিত	সনদ ইস্যু	আবেদনকারী	শ্রেণি	আবেদন নং
১	জামদানি শাড়ী	১ সেপ্টেম্বর ২০১৫	১৭ নভেম্বর ২০১৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	২৫	জি আই -০১
২	বাংলাদেশের ইলিশ	১৩ নভেম্বর ২০১৬	১৭ আগস্ট ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	২৯, ৩১	জি আই-০২
৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম	২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	২৭ জানুয়ারি ২০১৯	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩১	জি আই-০৩

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্যের তালিকা						
ক্রম	পণ্যের নাম	নিবন্ধিত	সনদ ইস্যু	আবেদনকারী	শ্রেণি	আবেদন নং
৪	বিজয়পুরের সাদা মাটি	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৭ জুন ২০২১	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোনা	০১	জি আই-০৫
৫	দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল	৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৭ জুন ২০২১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩০	জি আই-০৬
৬	কালিজিরা চাল	৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৭ জুন ২০২১	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩০	জি আই-০৭
৭	রংপুরের শতরঞ্জি	১১ জুলাই ২০১৯	১৭ জুন ২০২১	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	২৭	জি আই-৩৪
৮	রাজশাহী সিল্ক	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১৭ জুন ২০২১	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	২৫	জি আই-২৭

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্যের তালিকা						
ক্রম	পণ্যের নাম	নিবন্ধিত	সনদ ইস্যু	আবেদনকারী	শ্রেণি	আবেদন নং
৯	ঢাকাই মসলিন	২ জানুয়ারি ২০১৮	১৭ জুন ২০২১	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২৫	জি আই-৩০
১০	রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম	৯ মার্চ ২০১৭	২৫ এপ্রিল ২০২৩	ফল গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন	৩১	জি আই-১৫
১১	বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি	৪ জুলাই ২০১৯	২৪ এপ্রিল ২০২২	মৎস্য অধিদপ্তর	২৯, ৩১	জি আই-৩২
১২	বাংলাদেশের শীতলপাটি	১৬ মার্চ ২০২১	২০ জুলাই ২০২৩	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	২৭	জি আই-৩৭

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্যের তালিকা						
ক্রম	পণ্যের নাম	নিবন্ধিত	সনদ ইস্যু	আবেদনকারী	শ্রেণি	আবেদন নং
১৩	বগুড়ার দই	১ জানুয়ারি ২০১৮	২৫ জুন ২০২৩	বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা	২৯	জি আই-২৯
১৪	শেরপুরের তুলশীমালা ধান	১১ এপ্রিল ২০১৮	১২ জুন ২০২৩	জেলা প্রশাসক, শেরপুর	৩০	জি আই-৩১
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	২৫ জুন ২০২৩	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩১	জি আই-১০
১৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	২৫ জুন ২০২৩	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩১	জি আই-১১

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্যের তালিকা						
ক্রম	পণ্যের নাম	নিবন্ধিত	সনদ ইস্যু	আবেদনকারী	শ্রেণি	আবেদন নং
১৭	নাটোরের কাঁচাগোল্লা	৩০ মার্চ ২০২৩	৮ আগস্ট ২০২৩	জেলা প্রশাসক, নাটোর	২৯,৩০	জি আই-৪০
১৮	বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	২৫ অক্টোবর ২০১৭	৯ জানুয়ারি ২০২৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩১	জি আই-২৮
১৯	টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম	৩০ মার্চ ২০২৩	৯ জানুয়ারি ২০২৪	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল	৩০	জি আই-৪১
২০	কুমিল্লার রসমালাই	১৬ এপ্রিল ২০২৩	৯ জানুয়ারি ২০২৪	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা	২৯, ৩০	জি আই-৪২
২১	কুষ্টিয়ার তিলের খাজা	১৭ এপ্রিল ২০২৩	৯ জানুয়ারি ২০২৪	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া	৩০	জি আই-৪৩
২২	যশোরের খেজুর গুড়	-	২৮ জানুয়ারি ২০২৪	-	-	-

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত GI পণ্যের তালিকা						
ক্রম	পণ্যের নাম	নিবন্ধিত	সনদ ইস্যু	আবেদনকারী	শ্রেণি	আবেদন নং
২৩	টাঙ্গাইল শাড়ী	-	৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	-	-	-
২৪	গোপালগঞ্জের রসগোল্লা	-	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	-	-	-
২৫	নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা	-	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	-	-	-

তথ্যসূত্র: শিল্প মন্ত্রণালয়: পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

❑ নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা

১৭ জানুয়ারি ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক (জানুয়ারি-জুন ২০২৪) মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। আগামী জুন মাসের মধ্যে এ মুদ্রানীতিতে ৬% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও উচ্চ মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে বাজারে টাকার সরবরাহ আরও কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে সুদ হার ৯% থেকে বেড়ে ১২% দিতে হবে। পাশাপাশি লাগাম টানা হয় বেসরকারি খাতের ঋণেও। পাশাপাশি ডলারের দাম নির্ধারণে 'ক্রলিং পেগ' পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষণা দেওয়া হয়; যাতে ডলারের দাম অর্থনীতির সঙ্গে মিল রেখে ওঠানামা করবে। ইতঃপূর্বে ২০২৩ সালের জুনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বাড়িয়ে ৬.৫% করে, যা জুলাই থেকে কার্যকর হয়। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ছয় মাসের মুভিং এভারেজ রেট অব ট্রেজারি বিল (স্মার্ট) চালু করে। এজন্য পূর্বের ৯% সুদ হারের সীমা তুলে নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.৫৭%। আর নভেম্বরে এসে মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৯.৪৯%। মাঝে অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯৩%।

POLL QUESTION-03

➲ বাংলাদেশের প্রথম GI পণ্য কোনটি?

(a) রাজশাহীর সিল্ক

(b) বাংলাদেশের ইলিশ

(c) ঢাকাই মসলিন

(d) জামদানি শাড়ী

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

‘গণহত্যা যাদুঘর’ কোথায় অবস্থিত? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) কুমিল্লা (ঘ) খুলনা

➢ **নভেরা আহমেদের পরিচয় কী হিসাবে?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) কবি (খ) নাট্যকার (গ) কণ্ঠশিল্পী (ঘ) ভাস্কর

➢ **বাংলাদেশের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য কয়টি?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ৯ (নয়) টি (খ) ১০ (দশ) টি (গ) ১১ (এগার) টি (ঘ) ১২ (বার) টি

৪৭তম বিসিএস প্রিলি
Pioneer ব্যাচে ভর্তি চলছে

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গত ২০২০ সালে প্রবর্তিত পুরস্কারের নাম কী? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স
(খ) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড
(গ) বাংলাদেশ ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স
(ঘ) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড

➢ **বিশ্বব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ১ জুন ২০১৪ (খ) ১ জুন ২০১৫
(গ) ১ জুলাই ২০১৫ (ঘ) ১ জুলাই ২০১৬

➢ **UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯ (খ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯
(গ) ১৯ নভেম্বর ২০০১ (ঘ) ২০ নভেম্বর ২০০১

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) পুণ্ড্র (খ) তাম্রলিপ্ত (গ) গৌড় (ঘ) হরিকেন

➢ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উৎপাদনে সম্প্রতি চীনের সাথে বাংলাদেশের কোন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) বেক্সিমকো (খ) স্কয়ার (গ) ইনসেপ্টা (ঘ) একমি

➢ বাংলাদেশ কত সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ১৯৭৩ (খ) ১৯৭৪ (গ) ১৯৭৫ (ঘ) ১৯৭৬

Jalal Md. Ashfaq
jalalmusso07@gmail.com

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy